অমৃত বাজার প্রত্রিকা

৩ ভাগ { ৬ ইজ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সন১৭৭সাল ১৯ শে মে ১৮৭০খৃঃ অব্দ } ১৪ সংখ্যা

অমৃত বাজারপত্রিকা

৬ইজ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার

গ্রীষ্ম ক্রমেই প্রখর হইতেছে। কলিকাতায় টেকা ভার হইয়া উঠিয়াছে। লোকে নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লিতে পলায়ন করিতেছে। জলকষ্ট দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিল। আমরা শুনিলাম যশোহরের দক্ষিণে স্থানে২ জলাভাবে গোরু মরিতে আরম্ভ হইয়াছে। আবার কোথায় কোথায় তৃষ্ণাতুর হইয়া উত্তপ্ত ও কর্দ্দময় জল পান দ্বারা গোরু সোর্দ্দি গরমি হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। আর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলে দেশে একেবারে আগুণ লাগিয়া যাইবে। এক্ষণ রাজ বিচারালয় স্কুল প্রভৃতি বন্দ দেওয়া না হয়, সকালে বসান অতি কর্ত্তব্য।

গত ১লা মার্চ্চের জেণ্টেলম্যান্স জোর্ন্যালে প্রকাশিত হইয়াছে যে "সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিঙ্গের ভারতবর্ষের রাজ্য কালীন বারানশী জেলার এক স্থলে দেখা যায় যে মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আশাল এক রূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজের রূবেক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থানে খনন করিয়া দেখা যায় যে তথায় একটী খিলান রহিয়াছে, এবং খিলানের মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হয় যে তথায় একটী মুদ্রা যন্ত্র ও অক্ষর; অক্ষর গুলি মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রা যন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সে কল একালের নয়, অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হইবে।,, ভারতবর্ষীয় সম্বন্ধে যত গবেষণা হইতেছে তত ইহার ভাণ্ডার হইতে নানা রত্ন বাহির হইতেছে। অধুনা বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি নিবন্ধন যত রূপ আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে তাহার অনেকেই যে ভারতবর্ষে এক না এক আকারে প্রচলিত ছিল সে অনুমান এসমুদয়ে কতক সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু এ সমুদয়ের লোপ হইল কেন? ভারতবর্ষে এমন কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হয় যাহাতে আবার আমাদের প্রায় সমুদয় দ্রব্য গোড়াগুড়ী আরম্ভ করিতে হইতেছে?

জজ লফোড যশোহরের দক্ষিণ দিক হইতে একটী কুম্ভিরের ছানা আনিয়া তাহার বাটীর নিকট পুষ্করিণীতে রাখিয়া দেন, কিছু দিন পরে, কুমিরের ছানা দড়ি ছিড়িয়া জলে প্রবেশ করে, আমরা শুনিলাম এক্ষণ সে বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। পুষ্করিণীর মৎস্য সমুদয় সে ধরিয়া খাইতেছে এবং তাহার ভয়ে জলে কেহ নামিতে পারেনা। কিছু দিন পূর্ব্বে আর এক টী ঘটনা হয়। উজ্জ্বল পুর এক খানি গ্রামে একজন ভদ্র লোক একটী কুম্ভিরের ডিম্ব আনেন এবং বাটী আনিয়া উহা যে ভাঙ্গিয়াছেন আর উহার মধ্য হইতে একটী জীবন্ত ছানা বহির্গত হইল। তাহারা জানিতেন যে কুম্ভির মৃত্তিকার নিম্নে পুতিয়া রাখিলেও জীবিত থাকে, এইটী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ছানাটী মৃত্তিকার নিম্নে পুতিয়া রাখেন। তাহার পরে তাহা সকলে ভুলিয়া যান। মাস পাঁচ ছয় পরে সেই বাটীর এক জন এক দিন কাট চালাইতে কাটের উপর যে কুড়ালির কোপ দিয়াছে আর একটী শব্দ শুনিতে পাইল, আবার কোপ দিলে, আবার শব্দ শুনিল, শেষে সকলের ভারি কৌতুক হইয়া উঠিল এবং মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিল। একটু খননের পরে দেখে যে একটী কুম্ভির, তখন সকলের মনে পড়িল যে এ সেই ছানাটী। ছানাটী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইয়াছিল।

একটী সবডিবিসনের এক জন ইংরাজ হাকিম বিচার করিতেছেন এবং মুক্তিয়ারেরা তর্ক বিতর্ক করিতে গোল করিতেছে, হাকিম ভারি অসন্তুষ্ট হইয়া মুক্তিয়ার গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যে "তোমরা একটী ক্ষুদ্র মকর্দ্দমা লইয়া এত গোল করিতেছ, তোমরা হাইকোর্টে গিয়া দেখিয়া আসিও যে, সেস্থানে উকিলেরা কেমন সুশৃংখলায় তর্ক বিতর্ক ও অন্যান্য কাজ কর্ম্ম করে, তোমরা ভারি গাধা,,। একজন মুক্তিয়ার জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল "ধর্ম্মাবতার আপনারা যেমন হাকিম, আমরাও তেমনি মুক্তিয়ার, যেখানে যেমন হাকিম, উকিলও তেমনি,,।

প্রিবি কাউন্সেলে ভারতবর্ষ হইতে যে সমুদয় আপীল হয় তাহার বিচার হইতে ভারি বিলম্ব লাগে। ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত আজ কাল কিছু২ গোল হইতেছে। ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোশিয়েশন আমাদের এক্টেট সেক্রেটরি ডিউক অব আরগাইলের নিকট এসম্বন্ধে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু ডিউক সভাকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে তিনি এই বিষয় ভারতবর্ষে পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহার উত্তর প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আবেদন পত্র অর্পণ পক্ষে ক্ষান্ত থাকিবেন। সভা কর্ত্তৃকও তাহাই সাব্যস্ত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সম্বাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। এক্ষণ অবধি উহা মাসের ১লা ও ১৫ই বাহির হইবে। উহাতে আর রাজ নৈতিক কোন বিষয় থাকিবে না, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় উপদেশ, বক্তৃতা প্রভৃতি থাকিবে। সুতরাং রাজনৈতিক পৃথিবী হইতে সাপ্তাহিক অন্তর্হিত হইলেন। আমাদের সাপ্তাহিককে করিয়া কিছু শ্রদ্ধা ও ভাল বাসা ছিল। তাহার বিরহে আমরা কিছু কষ্ট পাইব।

ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন লডমেওকে যে পত্র লিখিয়া যান তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র খানির লেখার ভাব যে রূপ উৎকৃষ্ট রচনাও তেমনি। তিনি ভারত বর্ষে যত প্রধান স্থান অবলোকন করিয়াছেন, যাহাদের দ্বারা গৃহীত ও সম্মানিত হইয়াছেন পত্রে তাহার কিছুই বিস্মৃত হন নাই. সকলের বিষয়েই কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে আমরা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামীয় যে পত্র খানির মাঝে২ উদ্ধৃত করি এক্ষণে শুনিতেছি সে খানি মাদ্রাস মেলের কৌতুক প্রিয় সম্পাদকের কল্পনা। অন্যান্য বিষয়ে মহৎ বংশজাত বিদ্বান বুদ্ধিমান ধর্ম্ম পরায়ণ ইংরাজেরা ভারতবর্ষের কথা উত্থাপন হইলে প্রায়ই পদস্খলিত ব্যবহার প্রদর্শন করেন এর তাহাতেই আমরা এরূপ ভ্রমে পড়ি। কেবল আমরা নয়, আরো অনেক জন সম্পাদকও এভ্রম কুজ্ঝটিকায় আক্রান্ত হন। যাহা হউক আমাদের রাজ্ঞী পুত্রের যে এরূপ নীচান্তঃকরণ নহে তাহাতে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

পোষাক পরিবর্ত্তন।

পল্লিগ্রামের একটী বিবীহের সভায় যেখানে অনেক ভদ্র লোকের সমবেত হইয়াছে, মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে, অনেক রূপ বেশ ভুষা দেখা যাইবে। এ সকলি ভদ্র লোক, বাড়ী প্রায় সকলরি এক স্থানে, কিন্তু তবু পরিচ্ছদের কি বিভিন্নতা! কাহারো মস্তকে দিব্য পমেটম মাথা আচড়ান চুল. কাহারো মস্তকের পশ্চাদ্দেশে কেবল মাত্র একটি শিখা, কাহারো চুল স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা, কাহারো মস্তক একেবারে মুণ্ডন করা, কাহারো মাথায় তাজ, কাহারো মাথায় এক খানি চাদর জড়ান, কাহারো মুখে শুদ্ধ গোঁপ, কাহারো মুখে গোঁপ দাড়ি. কাহারো মুখে ইহার কিছুই নাই, কি অর্দ্ধ অর্দ্ধ আছে। কাহারো গাত্রে পিরান, কাহারো হাপচাপকান, কাহারো গায় আদিম অঙ্গ রক্ষ, কাহারো শরীর শূন্য, কাহারো পরিধান সাদা ধুতি, কাহারো লাল পাড়িয়া শাড়ি, কাহারো পট্ট বস্ত্র। এক জন গ্রন্থকার বাঙ্গলা ভাষাকে "লাওয়ারেশ মাল,, বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের পোষাকের পদ্ধতি যেরূপ পিতা, মাতা, কর্ত্তা শূন্য, এই রূপ আমাদের সাহিত্য কি বেশ্যাগণ নয়, চিকিৎসা শাস্ত্র নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়, ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা ও রাজনীতি নয়।

কলিকাতায় বৈবাহিক, কি কোন সাহিত্যিক, সামাজিক কি রাজ নৈতিক সভা দেখিলে আরো চমৎকৃত হইতে হইবে। মারকিন দেশে তাবদ্দেশের লোক একত্রিত হইয়া একটি জাতি হইয়াছে, সেখানে এ রূপ পরিবার বিস্তর পাওয়া যায় যে "পিতা সাপুড়ে, পিতামহ গোয়ালা, পিতামহী উড়ে, এক ভাই হাড়ি, আর এক ভাই মূচি, মাসি ডোম, পিশী ডোপলা, ভগ্নিপতি নেড়ে ও জননী বেদে,, কিন্তু তবু সেখানকার পরিচ্ছদ এক রূপ। কলিকাতায় সভায় সকলি বাঙ্গালি কিন্তু কেহ মগল, কেহ পাঠান, কেহ য়িহুদী, কেহ সাহেব, কেহ বীর কেহ নাগর, কেহ জামাই কেহ বড় মানুষ সাজিয়া বসেন। কেহ বস্ত্র ভরে অবনত, কেহ উলঙ্গ, কেহ ঘর্ম্মে কাতর কেহ শীতে কাতর। অন্যান্য দেশে পরিচ্ছদের যে সাধারণ পদ্ধতি তাঁহার ব্যতিক্রম না হয় এই ভয়, এখানে পাছে একরূপ হয় সেই ভয়। সেখানে এক ফ্যাশনের অধীন সকলে, এখানে সকলের পৃথক পৃথক ফ্যাশন। ইহার অবশ্য একটা শেষ হইবে। পরিণামে একটী পদ্ধতির জিত দাঁড়াইবে ও তখন সকলে তাহার অনুগমন করিতে হইবে। আমাদের পক্ষে কোন পদ্ধতিটি প্রকৃত উপযোগী তাহা এক্ষণে বলিবার যো নাই, সময়ে জানা যাইবে। নানা জনে নানা রূপ পরীক্ষা করিতেছেন। মনুষ্য বোকা নয়. যে পরিচ্ছদ দেখিতে সুন্দর, সুলভ ও স্বাস্থ্যকর, তাহাই লোকে বাছিয়া লইবে।

কিন্তু কাছারির পোশাকটি আমাদের এক আকৃতি ধারণ করিয়াছে। এটি বাঙ্গালি বাছিয়া লয়েন নাই, মুসলমানে ও ইংরাজে আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। ক্রমে এখন এরূপ হইয়া গিয়াছে যে কাছারির পোষাক না পরিয়া কর্ত্তা ব্যক্তিদিগের নিকট যাওয়া অন্যায় কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ জমিদারদিগের সরকারে সেরূপ নয়, তাহারা জানেন যে আমলাদের ঘাড়ে কাছারির কাপড়ের বোঝা দিলে তাহারা অতি সত্বর ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। এটি নিশ্চিত যে, শুদ্ধ একটি পিরাণ গায় দিয়া যত পরিশ্রম করা যায় কাছারির কাপড়ে তাহা পারিবার যো নাই। সাহেবেরা অদ্ধ সিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাহাই বলিয়া আমলা উকীলদিগকে সিদ্ধ করা উচিত নয়। গবর্ণমেণ্ট কাছারির কাপড়ের নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই, সাহেবরা কাছারি আসিবার সময় অন্য রূপ বেশ করিয়া আসেন না, তবে সচরাচর ভদ্র লোকে স্থানান্তরে যাইতে হইলে যে বসন পরিধান করিয়া যান এক্ষণে কেন তাহা না হয়! এবিষয়ে ফারাশিশেরা বেশ। তাহারা এতদ্দেশে ইউরোপের পোশাক পরেনা। কিন্তু জন্ বুল পরিবর্ত্তনকে যুযু বুড়ির ন্যায় দেখেন। আমাদের জন্ বুলের অনুগমন করিয়া প্রাণ হারাণ কর্ত্তব্য নয়। যাহারা এক্ষণে নিয়ম মত কাছারির কায করিতেছেন, তাহারা প্রত্যহ গৃহে প্রত্যাগমন সময় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া চিব রোগীর ন্যায় হইয়া আইসেন। আমাদের বোধ হয় কর্ত্তা ব্যক্তিদিগের অনুমতি লইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আপাতত পাগ, ধড়া, চুড়া, বাসায় রাখিয়া যাইতে পারেন। আমরা শুনিতে পাই শালের পাগড়ি স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্ট কর। কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু জনরব যে উহা ব্যবহার করিয়া অনেকের শীরপীড়া হইয়াছে।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন।

ইংরাজ দিগের স্বদেশ, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি প্রিয় পার্থিব বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে আগমন করা নিতান্ত সুখের বিষয় নহে, সুতরাং স্বদেশে জীবন যাত্রার কোন উপায় করিতে পারিলে অনেকেই এখানে আসিতে তত ব্যগ্র হননা এবং যাহারা প্রকৃত যোগ্য, যাহাদের হাতে সাধারণের সুখ দুঃখের ভার নির্ব্বিঘ্নে ন্যাস্ত রাখা যাইতে পারে, ইংলণ্ড এক না এক উপায়ে তাহাদিগকে দেশে সংস্থান করিয়া দেন, তাহাদের অন্নের নিমিত্ত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হয়না তবে দরিদ্র, অর্থ গৃধ্নু, ভগ্ন সম্পদ নির্ম্মোহ ও দুঃসাহসী প্রভৃতি সমাজের ভার ও আবর্জ্জন প্রায় একলা এক উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং এই নিমিত্ত আমরা ইংরাজগণকে অনেকসময় অশিষ্ঠ, মদগর্ব্বি, অহঙ্কারী, স্বার্থপর প্রভৃতি দোষে পরিপূর্ণ দেখি।

কিন্তু ইংলণ্ডের ইংরাজেরা সমুদয় না হউক অনেকেই অন্য রূপ। ইহারা বিদেশীয়গণকে স্নেহ ও ভাল বাসিতে জানেন, ইহারা অন্যকে যথা বিধি সম্মান প্রদর্শনে অপমানিত বোধ করেন না সুতরাং শঙ্কোচিত হন না। যাহাদের সঙ্গে আমাদের সিবিলিয়ানগণ এক আসনে উপবেশন করিতে পান না, তাহারা সমাদরে ভারতবর্ষীয় গণকে সম্ভাষণ করেন এবং তাহাদের প্রতি ভদ্রতা দেখাইতে কিছু মাত্র ক্রুটী করেন না এবং এই নিমিত্ত একটি ফল হয়। এদেশে থাকিয়া আমরা যেরূপ ইংরাজ গণের রীতি প্রকৃতিতে বিরক্ত হই ও তাহাদের উপর অশ্রদ্ধা ও অসন্তোষ প্রকাশ করি, যাহারা বিলাতে যান তাহাদের তেমনি ইংরাজ গণকে করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় ও তাহারা ইংরাজ গণের অনুগামী ও অনুকরণ বর্ত্তী হইয়া পড়েন।

রাজা রামমোহন রায় যখন প্রথম ইংলণ্ডে অবতরণ করেন, কি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, অথবা ডক্তার বসু, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিদ্যোপার্জ্জন নিমিত্ত ইংলণ্ডে যান, সত্যেন্দ্র বাবু কি মনোমোহন বাবুরাও যখন সর্ব্ব প্রথমে সিবিল সরবিসে প্রবেশের নিমিত্ত ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, তখন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাওয়া দৈব ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত। এ কয়েক বৎসরে সে সমুদয় পরি বর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণ ইংলণ্ডে যাওয়া অপেক্ষা না যাওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া উঠিল। ফল ইংলণ্ডে যিনি যখন গিয়াছেন, তিনিই ইংলণ্ড কি ইংলণ্ডীয় গণের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই, সুতরাং ভারতবর্ষ চিরকাল ইংলণ্ডের দাসী হইয়া থাকা যদি বিধাতার অভিমত হয়, তবে এদেশীয় গণ যত বিলাতে গিয়া ইংরাজ গণের সহিত সম্প্রীতি ও আত্মীয়তা ক-

করিলে অভ্রান্ত রূপে প্রতীয়মান হয় যে, গণেশ সুন্দরী বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্তই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা। ফল সে যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কিছু উপদেশ পায় নাই সে বিষয় নিশ্চয়। গণেশ সুন্দরী ৯ বৎসর বয়সে বিধবা হয় এবং তদবধি আর একাল পর্য্যন্ত বিধবার কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। আহার পরিচ্ছদের কষ্ট মাত্র যখন ছিল, তখন এক রূপে তাহা উলংঘন করিতে পারিয়া ছিল, কিন্তু ক্রমে যৌবন কাল উপস্থিত হইয়া বৈধব্য যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সুযোগে হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর শাসন উচ্ছেদ করিয়াছে। আমরা যখন এইটী মনে মনে ভাবি, তখন ভনসাহেব ও মিস মার্থা তাহাকে আশ্রয় দিয়া উত্তম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু সমাজ হইতে কবে এই কঠোর শাসন অন্তঃহিত হইবে! কবে এই পাপ স্রোত রহিত হইবে! বিদ্যাসাগর যত দিন বিধবা বিবাহের প্রস্তাব উত্তোলন না করিয়া ছিলেন তত দিন হিন্দু মহিলা গণ জানিত বিধবা গণের পুনর্ব্বিবাহ হওয়া ঈশ্বর অভিপ্রেত নয় এবং সকলেই স্বপ্নেতে সে ইচ্ছা মনে স্থান দিত না। এক্ষণে তাঁহার প্রসাদৎ ইহারা জানিয়াছে যে বিধবার বিবাহ সুদ্ধ ঈশ্বর অভিপ্রেত নয়, হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গতও বটে। আবার লেখা পড়ার চর্চ্চা দ্বারা তাহাদের মন স্বাধীন ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত কঠিন বিষয়। যদি হিন্দু সমাজ শীঘ্র বিধবা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় শাসন শিথিল না করেন, তবে বলা যায় না আর কত কাল হিন্দু রমণী গণ নিরবে উহা সহ্য করিবে। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম জ্ঞান উন্নতির সঙ্গে স্ত্রীলোক পূর্ব্বাপেক্ষ এক্ষণ অল্প অসৎ পথাবলম্বিনী হইতেছে, তাহাতে ও শাস্ত্রের অস্বাভাবিক শাসন তাহাদের নিকট আরও অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। গণেশ সুন্দরী যে পথ দেখাইলেন, কে জানে কত বিধবা সেই পথ অনুসরণ করিবে?

আমরা পুর্ব্বে একবার বিধবা বিবাহ উদ্যোগী মহা পুরুষ গণকে বলি যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যেরূপ যত্ন লন, এক্ষণ যদি তাহা লইতেন, তবে অনায়াসে তিনি জীবৎ মান অবস্থায় দেশে অপ্রতিহত ভাবে বিধবা বিবাহ প্রচলিত দেখিয়া যাইতে পারেন। তখন হইতে হিন্দু সমাজ বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে শত গুণ অগ্রসর হইয়াছে, এক্ষণে স্ত্রীলোকেও বিবাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে, অনেকে হিন্দু মতে বিধবা বিবাহ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সমাজে তুলিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে যদি দেশ হিতৈষী বিদ্যাসাগর এবিষয়ে আবার কায়োমন বাক্যে প্রবেশ করেন, তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু বিধু ভূষণ বসু, কাষ্ট দহা ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু গোপাল প্রসাদ বসু, দেওয়ান টুলী, ৭৮সালের বৈশাখের শেষ ৮

বাবু অখীল চন্দ্র সেণ, কলিকাতা, ৭৬ সালের চৈত্রের শেষ ৮

বাবু শ্যামা চরণ ঘোষ যশোর, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৫

বাবু উমেশ চন্দ্র দাস, শ্রীধর পুর, ৭৩ সালের মাঘের শেষ ৫

বাবু দেবেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীধর পুর, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৫

বাবু কৃষ্ণ বেহারী রায়, নড়াইল. ৭৭ সালের মাঘের শেষ ১৬

বাবু ষষ্টি বর ঘোষ, হোগলাণ পাড়া, ৭৮ সালের বৈশাখের শেষ ৮

বাবু ইন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় কলকাতা, ৭৭ সালের আশ্বিনের শেষ ৪৷০

উত্তর পাড়া লাইব্রেরী, ৭৭ সালের কার্ত্তিকের শেষ ৮

বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায়, উত্তর পাড়া, ৭৭ সালের কার্ত্তিকের শেষ ৮

বাবু আনন্দ মোহন মজুমদার, বারাসাত, ৭৭ সালের বৈশাখের শেষ ১০

বাবু রাধা গোবিন্দ রায়, পাবনা, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ১০

বাবু পার্ব্বতী চরণ রায়, ঢাকা, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ১০

বাবু লোক নাথ মৈত্র, বেনারস, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৮দশআনা

বাবু প্রভাত চন্দ্র সেন, ময়মান সিং, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু নীলমনি চট্টোপাধ্যায়, নলডাঙ্গা, ৭৮ সালের বৈশাখের শেষ ৮

বাবু পুলিন বেহারী মিত্র, ত্রিলোচন পুর, ৭৭ সালের ভাদ্রের শেষ ৫।০

বাবু সত্য চরণ ঘোষ, বাগুটিয়া, ৭৭ সালের শ্রাবণের শেষ ৫

সংবাদাবলী।

—এডুকেশন গেজেট বলেন, বঙ্গদেশের শিক্ষা কার্য্যের নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে গত সেপ্টম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অনেক কথা বলিয়াছেন, এবং ডাইরেক্টর আটকিন্সন্ সাহেব ও লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাহাদুর সে সমস্ত কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট সেই কথার পুনরুত্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজি শিক্ষা মাত্রকেই উচ্চতর শিক্ষা বলিতে হইবে, অতএব এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় লোকে যে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহার পরিমাণ ক্রমশঃ বড়ান উচিত॥

—কলিকাতার নীচে গঙ্গার ঘাটে ভারি হুজুরের ভয় হইয়াছে॥ বিস্তর লোক দংশন করিয়াছে॥

—ঢাকাপ্রকাশ হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম॥

"বিগত ১২ই এপ্রিল ইংলণ্ডে হানোবর স্কোয়ার রুমে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেনকে সমাদর সূচক সম্ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছে॥ স্থানটী একেবারে জন পূর্ণ হইয়া ছিল॥

ডিন ষ্টানলী এই প্রস্তাব করিলেন যে প্রায় সমুদায় প্রটেষ্টান্ট চার্চ্চের সভ্য পূর্ণ এই সভা ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত ধর্ম্ম সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়ের সম্ভাষণ প্রদান করিতেছেন, এবং তাঁহার ও তাঁহার সহযোগিগণের পৌত্তলিকতা উন্মোচন, জাতি ভেদ উৎপাটন, ও সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের লোকদিগের মধ্যে উচ্চতর নীতিগত ও মানসিক উন্নতি প্রচার রূপ মহৎ ও প্রশংসনীয় কার্য্যে যে এই সভার সহানুভূতি আছে, ইহা এই সভা তাঁহাকে নিশ্চিত রূপে জানাইতেছেন॥

লর্ড লরেন্স, এই প্রস্তাবের পোষণ করিলেন, এবং সংক্ষেপে সেই অভ্যাগত ব্যক্তির (কেশব বাবুর) পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, ইংরেজী ইতিহাস ও সাহিত্য শাস্ত্রে এরূপ বুৎপন্ন লোকের পৌত্তলিকতা থাকা একেবারে অসম্ভব॥ কেশব চন্দ্র যেন বঙ্গদেশের সংস্কর্ত্তৃদলের উন্নততম বিভাগের প্রতিভূস্বরূপ॥ তাঁহাদের আন্দোলন যে ভারতবর্ষের সমুদায় হিন্দু জাতির অবস্থার উন্নতি করিবে, ইহা সকলের লরেন্সের বিশ্বাস॥

এক জন যিহুদী পাদ্রি ডাক্তার মার্কস বলিলেন যে, পৃথিবীর কোন অংশে এক মেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচার করা যে ভ্রাতার উদ্দেশ্য কেহ তাঁহার সহানুভূতি ও সহায়তা না করিলে তিনি ইজ্রেল নামের অনুপযুক্ত হইবেন (হর্ষ প্রকাশ)। কেশব বাবু ভারতবর্ষে কি করিয়াছেন অথবা কি করিবেন তাহা আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া কি করিয়াছেন তাহা আমি দেখিতেই পাইতেছি, দশ দলের বিভিন্ন২ ধর্ম্ম প্রচারকগণ, যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে পরস্পরের সহিত অনবরত বিবাদ বিসংবাদ করিতে ছিলেন, তাঁহারা অদ্য ভারতবর্ষের একেশ্বর পূজক মণ্ডলীর প্রতিভূকে বন্ধুজনোচিত সম্মান প্রদান করিবার জন্য এক গৃহে সম্মিলিত হইয়াছেন॥"

—প্রোফেশর লেফট সাহেব তাহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে লেকচর আরম্ভ করিয়াছেন॥ তাহার প্রথম লেকচরে সকলই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

—আজ কয়েক দিন গঞ্জ কেশব পুরে আগুণ লাগিয়া অনেক অমিষ্ট হইয়াছে। আজ বৎসর তিনেক হইল এখানে আর এক বার আগুণ লা-

গয়া মহাজনের বিস্তর অনিষ্ট হয়। অদ্যান পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিস পুড়িয়া গিয়াছে।

—অমৃত বাজারের নিকট আশিক্ষত গ্রামে একটী মুসলমানের স্ত্রীকে ভূতে পাইয়াছে। আমরা শুনিলাম সে স্ত্রীটী অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সমুদয় দেখাইতেছে। এবং ঔষধ দ্বারা নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করিতেছে।

— জয়পুরের মহারাজার মন্ত্রী এষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—শুনা যাইতেছে গ্রে সাহেব গেলে তাহার স্থানে সর রিচার্ডটেম্পেল বাঙ্গাল লেপটনাণ্ট গবর্ণর হইবেন॥ টেম্পেল সাহেব বাঙ্গলায় নিযুক্ত না হন ইহা ইংরাজ বাঙ্গালি সকলের মত এবং এত আপত্তি সত্ত্বে তাহাকে এখানে নিযুক্ত করিলে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সকলের অপমান গ্রস্ত ও মন বেদনা পাইতে হইবে।

—গত সাম্বৎসরিক পুরস্কার প্রদান কালে ডাক্তার ওল্ডহাম একটী বক্তৃতা দেন॥ তিনি বক্তৃতা কালীন মেডকেল কালেজের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে দোষ অর্পণ করিয়াছেন।

—সংপ্রতি হাইদরাবাদে একজন বৃদ্ধ ১২৫ বৎসর বয়সের সময় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। পলাশির যুদ্ধের সময় তাঁহার ১২ এবং হায়দরাবাদের দুর্গ নির্ম্মাণ কালে ১৩ বৎসর বয়ক্রম ছিল। ইহার চক্ষে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন পতিত হইয়াছে!

লক্ষ্মী পাশা হইতে আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

প্রসিদ্ধ মধুমতী নদীর ভাটীয়া পাড়ার খেয়া ঘাটে কতক গুলি লোক পার হইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, একটী যুবতী জলে নাবিয়া সাঁতার দিতে২ অপর পার মুখ গমন করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে সকলে কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন। সে বার আনা পর্য্যন্ত গমন করিয়া দুই হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কেশ বন্ধন করিতে লাগিল। তদনন্তর উক্ত অবস্থায় নদীটা পার হইয়া তীরস্থিত বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল॥ উক্ত দর্শকেরা এই বিস্ময় কর ঘটনাটী প্রকাশ করিলে সকলে এই স্থির করিয়াছেন যে এটী ভৌতিক ঘটনা কদাচ মানবীয় নহে। আমি ইহার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিতেছি যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি পশ্চাৎ প্রকাশ করিব॥

লোহাগড়া থানার সন্নিহিত কোন গ্রামে একটী স্ত্রীলোক আছেন তাহার বয়ক্রম প্রায় ৩৫ '৩৬ হইবে কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে অদ্যাপি তাহার স্ত্রী ধর্ম্ম রজোযোগ হয় নাই।

—নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়াল বিভাগের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হইয়াছেন॥ ইনি পূর্ব্বে নেটীব ওপিনিয়ন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন॥ বাঙ্গালা অপেক্ষা বোম্বাইয়ে সমাচার পত্র সম্পাদকের সমাদর বেশী।

—আফ্রিকার অন্তর্গত মোরজুব নামক স্থানে একটী উল্কা পতন হইয়াছে। ইহার ভার ৬০ মন ২ সের।

—আমাদের দেশে বৎসর২ টাক্স বাড়িতেছে ও গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিতেছেন কিন্তু ইংলণ্ডের কি সুস্থ অবস্থা। আগামী বৎসর ইংলণ্ডের বজেটে ৭১৪৫০০০০০ টাকা আয় ও ৬৭১১৩০০০০ ব্যয় ধরা হইয়াছে সুতরাং ৪৩৩৭০০০০ টাকা উদ্বর্ত্ত হইতেছে॥

—ফ্রান্সে ভেক মাংস খাওয়ার ও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব॥ এক ব্যক্তি তিন মাস মধ্যে ফ্রান্সে দুই লক্ষ বেঙের চালান দিয়াছে।

—"চুরি বেদিয়াদিগের বড় প্রিয়॥ ইহারা কখন তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না॥ সম্প্রতি এক জন বেদিয়া ধৃত হইয়াছে॥ অমৃত বাজারের ঘোষদিগের বিদ্যালয়ে এ ব্যক্তি শিক্ষা পাইয়াছিল॥ এ নিতান্ত মূর্খ নহে; বুদ্ধি আছে এবং কিছু দিন এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পেস্কার ছিল॥ কিন্তু জাতি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চুরি আরম্ভ করে॥ বেদিয়াদিগের নিমিত্ত বিশেষ আইন করা আবশ্যক॥" সোম প্রকাশ এ সম্বাদটী কোথায় পাইলেন ও সে বেদের নামটী কি লিখিলে আমরা উপকৃত হইব॥

—ব্রিটিশ ব্রহ্মের অন্তর্গত মিলিলুঙ্গির বনে প্রায় ১৫০০০ বাহাদুরী কাট ছিল॥ বর্ষা হইলেই এগুলিকে আনয়ন করা হইত; কিন্তু আগুন লাগিয়া এগুলি ভস্মসাৎ হইয়াছে॥ একে বাহাদুর কাষ্ঠের বাজার অগ্নি মূল্য, তাহাতে আবার অগ্নিদেব অনুকুল হইলেন॥ সোম প্রকাশ॥

—ভারতবর্ষের টাকা যে কত রূপে অপব্যয়িত হয় তাহা সংখ্যা করা যায় না॥ পারস্য মিসন জন্য ভারতবর্ষে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিতে হয়, এবং ইংলণ্ড ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র দেন, অথচ সকলেই জানেন এই মিসন দ্বারা ইংলণ্ডেরই সম্পূর্ণ লাভ॥

—মন্টস্কিং সম্প্রতি ব্রাসেলস নগরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে ষ্ট্রেবোর মতে প্রাচীন আইরিসেরা তাহাদের পিতা মাতার মাংস ভক্ষণ করিত॥ গলেও (পুরাতন ফ্রান্স) মনুষ্য মাংস ব্যবহার প্রচলিত ছিল॥ মন্টস্কিং আরো সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উত্তর পশ্চিম ইউরোপের তাবৎ স্থানের লোকেরা মানুষ ভক্ষণ করিত॥

—কালিকাপুর হইতে হিন্দু পেট্রিয়টে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "এখানকার আসেসর গোয়াল খাজীর এক জন কলুকে ট্যাকস করিয়াছেন কিন্তু সে প্রায় অনাহারে মারা পড়িতেছে॥ একটী বিধবার এক খানি মাত্র বেগুন খেত, তাহার ৯ টাকা ট্যাকস ধরা হইয়াছে॥ দায় হাটের যে সকল কাসারী দিগের আয় দেড় শত টাকার উর্দ্ধ হইবে না, তাহাদিগের ট্যাকস দিতে হইয়াছে, অনেকে নিয়মিত সময় ট্যাকস দিতে না পরায় ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইয়াছে॥"

—এত দিন পরে মান্দ্রাজ হইতেও ইনকম ট্যাকসের বিরুদ্ধে এক আবেদন গিয়াছে। তথাকার বণিক সমাজ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট উহা প্রেরণ করিয়াছেন॥

—গত বর্ষ ইংলণ্ডের টেলিগ্রাফ পত্রিকার আয় ৯ লক্ষ টাকা হইয়াছিল॥ আমাদের এখানকার সর্ব্ব প্রধান জমিদারেরও এত আয় না॥

উদ্ধৃত।

বঙ্গ মহিলাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি।

সকল দেশেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অধিক প্রবল॥ আবার অন্যান্য দেশীয় স্ত্রী অপেক্ষা ভারতবর্ষের রমণীরা অধিক ধর্ম্ম পরায়ণা॥ যদিও এ দেশের মহিলারা ধর্ম্মের নিমিত্ত কতক গুলি অমূলক কার্য্য করেন বটে, যাহা দেখিয়া অন্য দেশীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু সে জন্যে যে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কম, ইহা বলা যাইতে পারে না॥ তাঁহারা লেখা পড়া জানেন না, সুতরাং সকল বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে অক্ষম॥ তাঁহাদের যাহাতে বিশ্বাস আছে, তাহাই করেন॥ ফলতঃ আর কোন দেশের মেয়েরা ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্যে এদেশের নারীদের ন্যায় অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন না॥

হিন্দু মহিলারা কেবল ধর্ম্মার্থে কষ্ট সহ্য করেন, তাহা নয়, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি দেখিলে ভিন্ন দেশীয় লোকদের বিস্ময় বোধ হয়॥ দেখ হিন্দু মহিলারা ২০॥২৫ দিনের পথ হইতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া থাকেন, ও গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন॥ এই সকল তীর্থ ভ্রমণে অনেক স্ত্রী ছমাস পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া থাকেন; স্ত্রীলোকদের তীর্থের বেশ দেখিলে মনের মধ্যে দুঃখ জন্মিয়া থাকে। তাহাদের হাতে তেলের বোতল বগলে ও পীঠে বোঁচকা বঁচকী, চলে২ পায়ে ফোস্কা, শীর্ণকায় ও মলিন বসন, কে না দর্শন করিয়াছেন? পূর্ব্বতন স্ত্রীগণ ৫।৭ বৎসরের কাটনা কাটা ধন এক দিনেই কাশীতে দান করিয়া ফেলিতেন॥ আর কে না জানে যে পুণ্য হইবে বলিয়া এদেশের নারীরা সর্ব্বদাই উপবাস করেন, এমন কি॥ ২॥৩ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে মৃতবৎ হইয়া থাকেন॥ দেখা গিয়াছে দুর্গোৎসবের সময় রাশি রাশি দুষ্প্রাপ্য অমৃতময় খাদ্য দ্রব্য বিতরণার্থে বাড়ীতে প্রস্তুত থাকিতেও গৃহিণী তিন দিন পর্য্যন্ত এক ফোঁটাও জল পান করেন না॥ কেহ২ নব রাত্রিও উপবাস করিয়াছেন॥ আর সহস্র২ নারী প্রতিমাসে ৫॥৭ দিবস নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন॥ বিদেশীয় লোকদের মধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন, যে হীন অবস্থা প্রযুক্ত প্রতি দিবস আহার করিতে পায় না বলিয়াই মধ্যে মধ্যে উপবাস করিয়া থাকে, কিন্তু সেকথা কথাই নহে॥ বঙ্গ দেশ যেরূপ উর্ব্বরা, তাহাতে এখানে কোন অনাথা ভিক্ষুককেও অনাহারে থাকিতে হয় না॥ হিন্দু মহিলাদের অনেক মেয়ে পূণ্য লোভে এক ফোঁটা জলও পান করেন না, দরিদ্র অবস্থা বলিয়া তাঁহারা উপবাস করেন একথা বলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু মহিলাগণ মৃত পতির সঙ্গে আপনাদের শরীরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন॥ স্বেচ্ছাতে রথচক্রে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা পূণ্যলাভ হইবে বলিয়া প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সন্তানকেও সাগরে অঞ্জলি দিয়াছেন॥

প্রেরিত।

মহাশয়॥

সব ডিবিজন সাতক্ষিরার অধীন নলতার নিকটস্থ সন্দের হাটখোলায় ২৬ বৈশাখ রবিবার প্রায় দুই প্রহর ছয়টার সময় যখন লোক সকল স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তখন কছিম পাগল এক ব্যক্তি কামারের দোকান হইতে এক খান কাতান লইয়া নলতার এক জন কাপড় বিক্রেতার প্রাণ নাশ করিয়াছে॥

পরে অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম, ঘাতক মৃত ব্যক্তির জামতার জ্যেষ্ঠ. কথিত পাগলের একটী জমা ছিল, কৌশলে মৃত ব্যক্তি উক্ত জমা অধিকার করে, একারণ অধিক দিবসাবধি তাহার প্রতি ঘাতকের জাতক্রোধ থাকায় এই ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে॥ ঘাতক ধৃত হইয়াছে, বিচারে যাহা হয় পশ্চাৎ লিখিব॥

রিবেন তত আমাদের দাসত্ব শৃংখলের কঠোরতা তিরোহিত হইবে।

জন কয়েক ভিন্ন আর সকলেই ইংলণ্ডে প্রায় পাঠোদ্দেশে গমন করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর সর্ব্ব প্রধান। সম্প্রতি বাবু কেশবচন্দ্র সেনও ইংলণ্ডে গিয়াছেন। রাজা রামমোহন এবং দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে যে রূপ সম্মান ও প্রীতি উপলব্ধি করেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটা দুষ্কর। ইহাঁরা উভয়ই শুভক্ষণে জন্মাইয়াছিলেন, তাহাদের মানসিক শক্তিও অসাধারণ ছিল—ইংলণ্ডে কেন, স্বর্গে গেলেও দেবতাগণের মধ্যে তাঁহারা রাজ্য করিতেন। সম্প্রতি কেশব বাবু ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষকে নিতান্ত সামান্য গৌরবান্বিত করেন নাই। কেশব বাবুর নাম তিনি এখানে থাকিতেই ইংলণ্ডে গিয়াছিল, অনেকের সঙ্গে পত্রেতেও তাহার আলাপ পরিচয় হয় ও তাহার বন্ধু ও মুরব্বি লর্ড লরেন্স তাহার নাম ইংলণ্ডে অনেকের নিকট করেন। এতদ্ভিন্ন তাহার বক্তৃতা স্রোতের তরঙ্গও কতক তথায় তরঙ্গিত হয়। তাহার বিলাত গমন অনেকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ও তাহার তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র অনেকে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেখানে গিয়া অবধি তাহার সঙ্গে এত ভদ্র স্ত্রী পুরুষ দেখা করিতে উপস্থিত হইতেছেন যে তাহার সাবকাশ নাই। তিনি ইংলণ্ডে শূন্য হস্তে গমন করিয়াছেন কিন্তু তাহার এত নিমন্ত্রণ হইতেছে যে সেখানে বৎসরাবধি থাকিলেও এক দিনের নিমিত্ত তাহার নিজের ব্যয়ে আহার করিতে হইবেনা। সম্প্রতি মেঃ মাটিনার চেপেলে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতা শুনিতে অনেকেই উপস্থিত হন। দেশের বিখ্যাত রাজ নৈতিক ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতরাও আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা প্রভাব সকলেই সম্পূর্ণ রূপে অনুভব করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ২ সম্বাদ পত্রে তাহাকে লইয়া নানা মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে বিদ্রূপ কেহ বা প্রশংসা করিতেছেন কেহবা উপদেশ দিতেছেন এবং দুই একজনে একটু একটু ঈর্ষাও দেখাইতেছেন। তাহার বক্তৃতা সম্বন্ধে আশিয়াটিক সম্বাদ পত্র যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে কেশব বাবুকে লইয়া ভারতবর্ষ গর্ব্ব করিতে পারেন। এমন কি আশিয়াটিকির মতে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম যাজক গণের পক্ষে তাঁহার বক্তৃতাটী আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন এলেন্স ইণ্ডীয়ান, স্পেক্টের প্রভৃতিও তাহার অনেক সুখ্যাতি করিয়াছেন।

কেশব বাবুর ইংলণ্ডে গমনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে জানিনা অতএব সে বিষয়ে তাহার কত দূর কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভব তাহা অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু তাহার ইংলণ্ড যাত্রা যে সম্পূর্ণ বিফল হইবেনা তাহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংলণ্ডের ইংরাজ ও ভারতবর্ষের ইংরাজ- সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাঁদের মধ্যে আবার এক্ষণে অনেকে আমাদের ভাল মন্দ বিষয়ে যত্ন লইতেছেন; সুতরাং কেশব বাবুর বক্তৃতার অনেক বাক্য নিষ্ফলে কথিত হইবেনা। তবে তিনি ধর্ম্ম যাজক, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের কি মঙ্গল সম্পাদন হইতে পারে তাহা আমাদের বোধগম্য। ব্রাহ্ম দিগের কি রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে নাই? কেশব বাবু যদি সেই দিকে একটু দৃষ্টি রাখেন, তবে এমন কি আমাদের উচ্চতম আশা ফলবতী হইবার পথ করিয়া আসিতে পারেন।

কেশব বাবু এদেশে কোন কোন বিষয়ে অসাধারণ ব্যক্তি কিন্তু আবার কোন কোন বিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, তাহারা কেন মাঝে মাঝে এক একবার ইংলণ্ডে গিয়া কেশব বাবুর পদ অনুসরণ করেন না? কেশব বাবু হইতে বোধ হয় তাহাদের একটা ভ্রম যাইতেছে যে, সেখানে ক্ষমতাবান লোক গেলে নিতান্ত অনাদরের পাত্র হইবেন না, তাহারা বক্তৃতা দিলে স্রোতার অভাব হইবেনা, দুঃখের কথা বলিলে বুঝে এমন লোকও পাওয়া যাইবে এবং আত্মীয়তা, বন্ধুতা করিলেও নৈরাশ হইতে হইবেনা।

সিবিল সরবিস।

বাবু আন্দরাম বড়ুয়া গত সিবিল সরবিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আনন্দ বাবুর গত বৎসরই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভব ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন।

এক দিন সিবিল সরবিসে প্রবেশ করা ভারতবর্ষীয় গণের পক্ষে উচ্চতম উদ্দেশ্য ছিল, এতদ্দেশীয় কেহ সরবিসে প্রবেশ করিতে পারিলে সেটী পরমানন্দের সম্বাদ বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু গত বৎসর হইতে এসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দিগের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণ তাহারা চিন্তা করিতেছেন দেশীয় গণের সরবিসে প্রবেশ করা কত দূর ন্যায় সঙ্গত ও মঙ্গল দায়ক।

গত বৎসর এদেশ হইতে ৪ জন সিবিল সরবিসে প্রবেশ করেন এবং সেই অপরাধে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট কি ভয়ানক রাজকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন! চক্ষের নিমিষে ষ্টেট্ স্কলারশিপ গুলি উঠিয়া গেল এবং যাহাতে ভারতবর্ষীয়গণ আবার আদিম অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হয় গবর্ণমেণ্টের আজকাল সেই সংকল্পই দৃঢ়। এবৎসর আর একজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, আমাদের শঙ্কা হইতেছে না জানি আবার দেশের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, আনন্দরাম বাবুর সরবিসে প্রবেশে আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিনা।

সিবিল সরবিসে প্রবেশ বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় গণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বিষয়। সিবিল সরবিস কমিশনার দিগের নিকট প্রথম সরটিফিকেট দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হইবে যে পরীক্ষার্থির বয়স অন্যূন ১৭ ও অনুর্দ্ধ ২২ বৎসর, যে তাহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও শরীরগত কোন রূপ পীড়া নাই। এতদ্ভিন্ন তাহার সচ্চরিত্র বিষয়েও সপ্রমাণ করিতে হইবে। এসমুদয়ে কমিশনার গণকে সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে, তাহার পরে ইংরাজি রচনা, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংরাজি ভাষাও সাহিত্য, গ্রীকদেশীয়, রোমীয়, ফারাশিস, জর্ম্মেনীয় ও ইটালিক প্রভৃতি ইতিহাস ও সাহিত্য, মিশ্রত ও অমিশ্রিত গণিত, বিজ্ঞান শাস্ত্র, ধর্ম্মনীতি, সংস্কৃত ও আরব্য ভাষা প্রভৃতিতে পরীক্ষা দিয়া যাহারা উর্দ্ধতর সংখ্যা পাইবেন, তাহারা সরবিসে মনোনীত হইবেন। যাহারা মনোনীত হইবেন, তাহাদের আর দুই বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থিতি করা আবশ্যক এবং এদেশীয় ভাষা, সংস্কৃত, ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস, আইন ও অর্থ ব্যবহার প্রভৃতিতে দুইটী পরীক্ষা দিতে হইবে। দুই বৎসরের মধ্যে পরীক্ষার্থির চরিত্র সম্বন্ধে কোন দোষ স্পর্শিলে কি শরীর অসুস্থ হইলে তিনি সরবিসে প্রবেশের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

এই সমুদয় কঠোর নিয়ম পালন তাহার পরে আবার সামাজিক অর্থ গত পারিবারিক প্রভৃতি প্রতি বন্ধক উলংঘন করিতে পারিলে আমরা সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে পারিব, তাহাও যদি ন্যায্য মত পরীক্ষা হয় কতক মঙ্গলের বিষয়। কমিশনার গণ সে সম্বন্ধে আমাদের প্রতি কত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা ক্রমে

জগতে বিদিত হইতেছে; কিন্তু এত ব্যঘাত সত্ত্বেও আমরা দুই একটী করিয়া ৬ জন সরবিসে প্রবিষ্ট হইলাম।

গত বৎসর এদেশ হইতে পরীক্ষায় ৫ জন উপস্থিত হইয়া ৪ জন উত্তীর্ণ হন। এবার ৯ জনের মধ্যে সবে একজন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গত বৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ দিগের মধ্যে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত তৃতীয় হন। সিবিল সরবিশ পরীক্ষার নিয়ম এই যে কমিশনার গণ নির্দ্ধারিত পরীক্ষীয় বিষয়ের যে কোন ও যে কয়েকটীতে পরীক্ষার্থি গণ পরীক্ষা দিতে অভিলাস করেন তাহাই পারিবেন এবং এই নিয়মানুসারে জনেষ্টন, যিনি সর্ব্ব প্রথম হন, তিনি ৯ টী বিষয় ও রমেশ বাবু ৫ টী গ্রহণ করেন এবং এই ৫ টী বিষয়ে তাহার উপরের দুইজন অপেক্ষা অধিক সংখ্যা উপলব্ধি করেন। তবে জনেষ্টন অতিরিক্ত ৪ টি বিষয়ের সংখ্যার সমষ্টি দ্বারা জিতিয়া যান। উভয়ে এক বিষয় লইয়া পরীক্ষা দিলে কে উপরে থাকিতেন বলা যায়না রমেশ বাবু সাহিত্যেতে কেবল একজনের নিচে থাকেন। সংস্কৃতে তিনি সর্ব্ব প্রথম হন। এবং তাহার নিচেই বাবুবিহারী লাল দত্ত ও শ্রীপতি বারাজি ঠাকুর বিহারি বাবু ধর্ম্মনীতিতে অনেক উচ্চস্থান গ্রহণ করেন।

আনন্দরাম বাবু পরীক্ষায় যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন তাহা আমরা এক্ষণও শুনি নাই। তবে এহ ঝঞ্ঝাটের পর তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন সেই তাহার বাহাদুরী।

পরীক্ষায় যে ৬ জন প্রবেশ করিয়াছেন ইহার ৪ জন বাঙ্গালি একজন আসামী ও একজন বোম্বায়ী এবং ৪ জন প্রেসিডেন্সি, একজন ডবটন ও একজন বোম্বাই ইলফিনেষ্টন কলেজ হইতে সরবিসে উপস্থিত হইয়াছেন।

কৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর মকর্দ্দমা!

মিসমার্থা কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত বালিকা সম্বন্ধীয় মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। জসটিস ফিয়ারের নিকট ইহার বিচর হয়। বালিকাটীর আত্মীয় স্বজন মেঃ কেনিডী ও বাবু মনমোহন ঘোষকে উকালত নামা দেন, এবং মেঃ উড্রফ অপর পক্ষ সমর্থন করেন। প্রতি বাদী ভন সাহেব এই বলিয়া নিজপক্ষ সমর্থন করেন যে, গণেশ সুন্দরী (বালিকার নাম) আপন ইচ্ছায় পাদরি সাহেবের গৃহে উপস্থিত হয়। তাহার বয়স ১৬ বৎসর হইয়াছে এবং ৫ ব্রাহ্মধর্ম্ম যাজক বাবু কেশব চন্দ্র সেনের আত্মীয়। হেবিয়াস করপস ইংরাজি আইন অনুসারে স্ত্রী লোক ১৬ বৎসরে অবতরণ করিলে আপন ইচ্ছা মত যেখানে অভিলাস করে সেই খানে গমন কি অবস্থান করিতে পারে। জজ ফিয়ার আবেদন কারিগণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ফিয়ার সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে বালিকা তাহার মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ না করিয়া সে আবার নিজ পরিবারে প্রত্যাবর্ত্তন করে, কিন্তু তাঁহার সে যত্ন বিফল হয়, জজেরা আইনের দাস, তিনি কাজেই অবশেষে আজ্ঞা দেন যে বালিকা যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিবে, তাহাতে কাহারও প্রতিবন্ধক জন্মাইবার অধিকার নাই।

ফিয়ার সাহেবের নিষ্পত্তিতে বোধ হয় অনেকে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন; কিন্তু এ সমুদয় মকর্দ্দমা সম্পূর্ণ আইন দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে জন সমাজের শান্তি কত দুর যে রক্ষা হয় তাহা বলা যায় না। তিনি সম্পূর্ণ আইন কর্ত্তৃক বা ইহার বিচার কি রূপে করিলেন। বালিকার আত্মীয় স্বজনে বলে যে, গণেশ সুন্দরীর বয়স ১৪ বৎসর, কিন্তু সে নিজে বলে তাহার বয়স ১৬ বৎসর। তিনি তাহার আত্মীয় স্বজনের কথা বিশ্বাস না করিয়া গণেশ সুন্দরীর কথা কি রূপে বিশ্বাস করিলেন? গণেশ সুন্দরী দেখিতে ১৬। ১৭ বৎসর দেখায় বলিয়া বোধ হয় তিনি তাহার কথার প্রতি অধিক আস্থা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি জানেন যে বিধবা গণ বিশেষতঃ যাহারা নগরে বাস করে তাহাদের বৃদ্ধি অনেক অস্বাভাবিক। তিনি না একজন বিজ্ঞান শাস্ত্র বিসরদ! শারীরী বিদ্যায় কি তিনি পড়েন নাই যে নগরে অবস্থিতি দ্বারা অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা স্ত্রীলোক শীঘ্র যৌবন দশায় উপস্থিত হয়। তবে আইন প্রণেতা দিগের বোধ হয় এই অভিপ্রায় যে স্ত্রী লোকের প্রকৃত ১৬ বৎসর বয়স হউক আর না হউক দেখিতে ১৬ বৎসরের মত হইলেই সে আইন সিদ্ধ সত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে ফিয়ার সাহেব যাহা করিয়াছেন সেটী নিতান্ত অন্যায় হয় নাই। তত্রাচ তাহার বিচার কালে এটী দেখা অতি কর্ত্তব্য ছিল যে, সে বালিকা আপন ইচ্ছায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে কি না। সে যে কৃষ্টান ধর্ম্ম কত বুঝিয়াছে ও তাহার নিমিত্ত সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছে তাহা তিনি নিজ রায়েই ব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন লেখা পড়ার মধ্যে গণেশ সুন্দরী র এক বাঙ্গলার ইতিহাস পড়া, তাহাতে ও ফিয়ার সাহেবের জিজ্ঞাসা মত মুরসিদ বাদ কোথায় বলিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় সম্পূর্ণ বাহ্যিক আকার দ্বারা একটি পরিবারকে অশেষ কষ্ট রাসির মধ্যে নিক্ষেপ করা নিতান্ত যুক্তি সঙ্গত হয় নাই।

ফল পাদ্রি সাহেবগণ এদেশের একটি ভারি অনিষ্ট কবিলেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করা এদেশীয় রমণীগণ পক্ষে যে কোন কালে সম্ভব হইবে তাহা বলা যায় না। মিস কার্পেন্টর ব্রাহ্মেরা ও অনেক গুলি স্কুল ইনেস্পেক্টর গণ এ বিষয়ে বোধ হয় যত দুর সম্ভব যত্ন পাইয়াছেন কিন্তু কোন মতেই ইহাতে কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এদেশের জন সমাজে যে সত্বর এটি প্রচলিত হইবে তাহার কোন আশা তাহারা পান নাই তবে কলিকাতায় এবং এক্ষণে কৃষ্ণনগর, ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থানে কৃষ্টান রমণীগণের দ্বারা এক রূপে অন্তঃপুর শিক্ষা চলিতে ছিল। অপ্রতিহত ভাবে এইটি কিছু কাল চলিলে শেষে বোধ হয় এদেশের মহিলা গণের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে, অনেক সুবিধার সম্ভব হইত। কিন্তু সেপথে পাদরি সাহেবরা কণ্টক দিলেন। আমরা শুনিতেছি এই মকর্দ্দমাটি দ্বারা অনেক পরিবারে কৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীগণ প্রবেশ করিতে নিসিদ্ধ হইয়াছেন। ফল মিস মার্থ দ্বারা যেরূপ ভয়ানক ঘটনা হইল, এরূপ হইলে কোন সাহসে হিন্দু পরিবারে আর কৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী গণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়।

ভন সাহেব ও মিসমার্থা এক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি তাহারা ভারতবর্ষের কি গুরুতর অনিষ্টটী করিলেন? যদি প্রকৃত গণেশ সুন্দরী, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তি করিবার নিমিত্ত, আপনার পরে কালের অনিষ্ট শংকা দূরী করণ অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিত, তাহা হইলেও ভনসাহেবরা আপনা দিগের কতক ছাপাই করিতে পারিতেম। তাহা ও ত ফিয়ার সাহেবের রায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা কেবল আপনা দিগের দল বল বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শিশু মতী বালিকাকে বাহির করিয়া ভারতবর্ষের অন্তঃপুর শিক্ষার পথ অবরোধ করিলেন। আর একটী কথা। এক্ষণ মিস মার্থা ও তাহার অন্যান্য ভগ্নী গণের অন্ন বস্ত্রের উপায়?

ফল এমকর্দ্দমাটী আদ্যোপান্ত পাঠ

102

মহাশয় ॥

প্রায় আট, নয় বৎসর গত হইল গুয়াতলী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ॥ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্য যে কি রূপ উকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে চলিতেছে বাৎসরিক ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষাই তাহার প্রকৃত সাক্ষ্য স্থল ॥ চারি বৎসরের মধ্যে একটী ছাত্রও পরীক্ষা দানে বৃত্তি প্রাপ্ত হইল না ॥ ইহাতে পাঠক মহাশয়েরা কি বিবেচনা করেন ? উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যালয়ের সাহায্য ন্যূন নহে, মাসিক বিংশতি মুদ্রা। ইহাতেও যে ৩॥ ৪ বৎসরের মধ্যে ছাত্র গণ ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা প্রদানে বৃত্তি প্রাপ্ত হয় না এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক ॥ গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের জ্ঞান বর্দ্ধনার্থই স্থানে২ সাহায্য দান করিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন ॥ যদি আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে ফল লাভই না হইল, তবে অকারণক এক জনকে বাৎসরিক ২৪০ দুই শত চল্লিশ টাকা, কোষাগার হইতে প্রদানে প্রয়োজন কি ? আমরা কর্ত্তৃপক্ষ গণকে সহস্র প্রকারে অনুরোধ করি, যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হয় তদপক্ষে যত্নবান হউন ॥

বিদ্যানুরাগী
কতিপয় গ্রাম বাসি ভদ্র ব্যক্তি ॥

মহাশয় ॥

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত বড় পেটায় মুনিসিপলটি বা নাগর্য্য ব্যবস্থাপন না হওয়াতে এথাকার মনুষ মাত্রের যৎপরোনাস্তি দুঃখ হইতেছে, তথাচ এথাকার কেহই এ বিষয়ে কিছু মাত্র মনোযোগ করিতেছেন না ॥ তাঁহারা দেখিতেছেন, গ্রামটি বহু জনাকীর্ণ, অতএব নানা প্রকার আবর্জ্জনায় রন্ধন ধুমে নিশ্বাসে বায়ু সর্ব্বদায় অপবিত্র হইয়া বিবিধ রোগ জন্মায় ॥ বর্ষা কালে পথ সকল না জল না স্থল হইয়া উঠিলে পথের জল সকল কুষ্ঠাদি মন্দ রোগীর ক্লেদ ধৌত করে, আরো নানাধি আবর্জ্জনাও পচে, ইহাতে সে কালে জল যৎপরোনাস্তি অশুদ্ধ হয় ॥ এই রূপে দুষ্ট জল বায়ুর দোষে মনুষ্যগণ পীড়িত হইয়া থাকে। এতদ্বারা পীড়িতের সংস্রবে অধিক লোকের পীড়া হইয়া এপিডেমিক পীড়ার উৎপাদন করে ॥ আরো দেখিতেছেন, ঘরে আগুণ লাগিলে সম্পত্তি রক্ষা করা থাকুক, প্রাণ রক্ষাও সুকঠিন হয়, কারণ ঘন বসতি হেতুক পথ পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও নিতান্ত অপ রিসর ॥ আরো বৈষয়িক কার্য্যেরও বহুতর বিশৃঙ্খলতা দেখিতেছেন, রাস্তার অসমতা দোষে সুচারু রূপে শকট চলে না, কাজে এক শকটের ভার দশ জনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া বহন করান হয়, তাহাও বর্ষা কালে পথের জল ও কাদায় ভার বাহক দিগের গতির ব্যাঘাৎ হইয়া কঠিন হয়, লোকে নিজ২ বাটী মৃত্তিকা দ্বারা উচ্চ করিলেও বৃষ্টি জলে আবার খাদে পুনরাগত হয় ॥ নাগর্য্য ব্যবস্থাপন হইলে এ সকলের প্রতিকার হইয়া লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয় ॥ অতএব বড় পেটা বাসী গণ, আপনারা একটী মুনিসিপালিটি সভা করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সভাপতি করুন ॥

শ্রী যে, আর, চৌধুরী ॥

সম্পাদক মহাশয় !

কএক দিবস হইল জেলা নদীয়ার মহকুমা বনগ্রামের ফৌজদারি আদালতে একটী গুরুতর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। মোকদ্দমাটীর স্থূল বিবরণ এই ॥ পশ্চিম প্রদেশ নিবাসী ব্রজমোহণ দাস প্রভৃতি ১৯ জন সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে বাড়য়াকুণ্ড স্থানে যাইবার মানসে অত্র এলাকার মহেষপুর থানার অন্তর্গত যাদব পুরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ বাজারের ইজারদার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় দীগরের সহিত ঐ বাজার লইয়া আড়ংঘাটার মোহন্তের সহিত বিবাদ থাকায় ঐ সন্ন্যাসীগণ মোহন্ত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বাজার দখল করিতে আসিয়াছে এই ভ্রমে তাহাদিগকে বাজারে থাকিতে স্থান না দেওয়া অভিলাসে তথা হইতে তাহাদিগকে দূরী করণের চেষ্টা পায়। কিন্তু সন্ন্যাসীগণ তথা হইতে তৎ সময়ে যাইতে অস্বীকার বা অনিচ্ছুক হওয়ায় উপরোক্ত যদুনাথ আপন তরফ ২০ ॥ ২৫ জন লোক সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসীগণকে মারিপিট করিয়া তাহাদের দ্রব্যাদী হরণ করিয়া দূরীকৃত করিয়া দেন ॥

প্রথমত স্থানীয় পুলিশে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারি অতি সুক্ষ্ম বিবেচনায় মোকদ্দমাটি সামান্য বোধেই হউক বা যে কোন গতিকেই হউক, আধা ডিক্রি আধা ডিসমিশ বিচার করিয়া বাদীর পক্ষের গুরুতর আঘাৎ প্রাপ্ত বদরী দাস নামক এক সন্ন্যাসীকে এ আসামীগণের পক্ষের আচড় চিহ্ন যুক্ত একব্যক্তিকে ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুরের হুজুরে চালান দেয়। তদ্‌পরে কএক দিবস গতে ও মোকদ্দমা চালান না দেওয়ায় এবং ডিঃ মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর স্থানীয় পুলিশের তদন্ত সম্বন্ধে সত্বর ও স্বাভাবিক নিপুনতার বিষয়ে বিশেষ পরিচিত থাকায় অত্র ছবডিভিজানের ইনেস্পেক্টর শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর মুখপাধ্যায়কে ঐ মোকদ্দমা তদন্ত জন্য প্রেরণ করেন ॥ ইনেস্পেক্টর বাবুর বিশেষ যত্নে মোকদ্দমাটির অনেক আসকরা হইয়াছিল। তিনি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ১১ জন আসামী বাদীগণকে মারিপিট করা এবং দাঙ্গা হাঙ্গাম করার দোষী প্রমাণে চালান দেন।

আসামীগণ আপন তরফ ছল জওাব করণ জন্য মান্যবর মে, এম, ঘোষ (মনমোহন ঘোষ) কৌনশেল মহাশয়কে আনিয়াছিল। কৌনশেল মহোদয় আসামী গণকে নিদোষী করিবার অভিপ্রায়ে ৩। ৪ দিবস পর্য্যন্ত ছল জবাব ও বক্তৃতা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আসামীগণ বিচারে ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা ক্রমে দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রত্যেকে কঠীন পরিশ্রম সহিত ছয় ২ মাস কারাবাসের দণ্ড পাইয়াছে। আসামীদিগের পক্ষের কৌনশেল জজ আদালতে আপিল করিয়া আপাতত তাহাদিগকে জামিনে খালাস করিয়াছেন। জজ সাহেবের বিচারে কি হয় বলা যায় না তবে নিদ্দোষী হইয়া খালাস পাইলেও আসামী দিগের পক্ষে কতক মঙ্গল এবং কৌনশেল মহাশয়ের ও কিছু যশবৃদ্ধি, নচেৎ কারা বাস ও হইল এবং কৌনশেল মহাশয়ের খরচা দিতে সর্ব্বসান্ত হইল।

হাইকোর্টের নজীর।

মাল সংক্রান্ত।

—খাজানা দিবার জামীন স্বরূপে কতক টাকা পাট্টাদার পাট্টাদাতার স্থানে আমানত রাখিলেই যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমাকে মাল আদালতের এলাকা-বহির্ভূত করিল তাহা নহে

হকি জমীদারীর নিমিত্ত দাবিটি ১৮৫৯ সালের দশ আইনের মতে গ্রাহ্য নহে। বারো উঃ রিঃ ২১৫ পৃষ্ঠা।

—বাদী এক জরিপেস্‌গী পাট্টার জামিনীতে কতক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। অনন্তর কএক সন পরে বাকী টাকা পরিশোধ করিয়া ও মধ্য কালের সেই বন্ধকি সম্পত্তির হকাজিরির মুনফার জমা দেওয়াইবার দাবি করিয়া সেই সম্পত্তি উদ্ধার করিতে চাহিল।

অবধারিত হইল যে, এটি হকাজিরি খাজানা হইলেও খাজানা দিবার কথা থাকাইতে যে সেই বন্দোবস্তের গুঢ় ভাব অর্থাৎ খায় খালাসি বন্ধকের ভাবটী যে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে তাহা নহে।

অবধারিত হইল যে, ১৮৫৯ সালের দশ আইনের ২৫ ধারাতে জানা যাইতেছে যে, জরিপেস্‌গী পট্টানুসারে যে ভূমি বিলি করা হইয়াছে তাহার বন্দোবস্তি খাজানা আদায় করণের যে নালিশ জমীদার রুজুকরে তাহা দেওয়ানি আদালতে রুজু করিতে হইবে।

অবধারিত হইল যে, বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার মধ্যে ভিন্ন২ এলাকার বিষয় জড়িত থাকে, তথাপি সে গুলি বস্তুতঃ এক হইতেছে এবং যে দেওয়ানী আদালতে বাদী বাস্তব প্রতিকার পাইতে পারিবে তথাতে নালিশ রুজু করাতে বাদীর ন্যায্য কার্য্য হইয়াছে।

অবধারিত হইল যে, সর্ব্ব প্রথমে খাস আপীলে তমাদির কথা উত্থাপিত হইলে তাহা গ্রাহ্য করা যায় না। বারো উঃ রিঃ ২১৫ পৃষ্ঠা।

—খাজানা-বৃদ্ধির নোটিসে হেতু বিস্তারিয়া বলিবার কালে তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতে ভূম্যধিকারী আবদ্ধ থাকে, যথা, রাইয়ৎ অতিরিক্ত ভূমি ভোগ করাতে, যদি বেশী খাজানা পাইবার দাবি হয় তবে সেই অতিরিক্ত ভূমি কত এবং কি প্রকারে তাহার নির্ণিত হইল ইহা সেই নোটিসে উল্লেখ থাকিবে। বারো উঃ রিঃ ২২৬ পৃষ্ঠা।

—১৮৫৯ সালের দশ আইনের ৪ ধারানুসারে যে অনুভবের উদ্ভব হইয়া থাকে তাহা যে কেবল সেই আইন মতে মামলাতে কাজেই খাটিবে তাহা নহে, কিন্তু যদি দশ আইন সংক্রান্ত মামলা ভিন্ন অন্য মামলাতে তাহা নাই খাটিল, তথাপি মোদামী বন্দোবস্তের কাল হইতে খাজানা দেওয়ার অনুভব উত্থাপিত হওয়া ন্যায্য করিতে কত কাল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া হইয়াছে, ইহার মীমাংসা করিতে সেই ৪ ধারার নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুশরণ করাতে অধঃস্থ আদালতের অন্যায় কার্য্য করা হয় নাই।

খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমাতে যদি ২০ বর্ষাধিক কাল নিদ্ধারিত হারে খাজানা করাও নিদ্ধারিত হকুকের অধিকারী স্বরূপে তাহাকে প্রদত্ত দাখিলাতে তাহা স্বীকৃত হওয়া ভিন্ন আর কিছু প্রতিবাদী সপ্রমাণ করিতে না পারে আর বাদীর দাবির পোষকে অপর কোন প্রমাণ দেওয়া না হয় তবে প্রতিবাদীর স্বত্ব পক্ষে কিছু ক্ষীণতা থাকিলেই বাদীকে ডিক্রী পাইবার অধিকারী যে করিবে তাহা নহে। বারো উঃ রিঃ ২৪৩ পৃষ্ঠা।

—যদি নথির সামিল প্রমাণ স্বয়ং অসম্পূর্ণ হয় অথচ প্রতিবাদী সেই প্রমাণ যথেষ্ট বিবেচনায় সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে সম্মতি দেয়,

তাহা হইলে কোন বিচার পতি সেই প্রমাণ মতেই মোকদ্দমা ন্যায্যরূপে মীমাংসা করিতে পারেন ॥ যে পক্ষ প্রমানের প্রতি আপত্তি করিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য এই যে, প্রথমাবস্থাতেই সেই কার্য্য করে, কিন্তু হাইকোর্টের আপীলে মোকদ্দমা আসা পর্য্যন্ত সেই আপত্তি করণে বিলম্ব করিবে না। বারো উঃ রিঃ ২৪৪ পৃষ্ঠা ॥

—ডেপুটী কালেক্টর যে ডিক্রী করিলেন তাহার নিমিত্ত হেতুবাদ দিবার অগ্রে তাঁহার মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়ায়, পরের সকল বিচারকার্য্য অপকৃষ্ট অবধারিত হইল এবং নথির সামিল প্রমাণ দৃষ্টে নুতন করিয়া বিচার হইতে কালেকক্টরের নিকট মোকদ্দমা হওাপস যায় ॥ বারো উঃ রিঃ ২৫৪ পৃষ্ঠা।

—যে স্থলে যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রজা স্বরূপে জমীদারের গোচর আছে ও যাহার নিকট হইতে সেই জমীদার খাজানা লইয়া দাখিলা দিয়াছে তদ্ভিন্ন অপর ব্যক্তির উপর জমানেসন্তের নোটিস দেওয়া হয়, সে স্থলে বেশী হারে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা রক্ষা পাইতে পারে না। যদিও যাহাদের উপর যথার্থ নোটিস জারী করা হইয়াছে তাহারা সেরেস্তায় লিখিত নাম প্রজার প্রতিনিধি হউক। বারো উঃ রিঃ ২৬৫ পৃষ্ঠা॥

—তজ্‌দিক না করা কি কেবল কোন মেনেজর ও মোক্তারের সাক্ষ্য দ্বারা তজ্‌দিক করা দাখিলা গুলিকে সমান হারে খাজানা দেওয়ার বৈধ প্রমাণ গণ্য করা যায় না ॥ বারো উঃ রিঃ ২৬৭ পৃষ্ঠা ॥

বিজ্ঞাপন।

ভিক্ষা পত্র।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী মহোদয়গন সমীপে (অধুনা বারানসী নিবাসী) শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা নামক একটী ব্রাহ্ম পরায়ন ব্রহ্মের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত ও মনোগত অভিলাষ সবিনয়ে প্রকাশ করিতেছি।

এই সদাশয় ব্যক্তির জন্মস্থান জেলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতি আনুলিয়া গ্রাম, বয়ক্রম ২৭ বৎসর ইনি প্রায় জন্মান্ধ, কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত প্রখর মেধা শক্তির প্রভাবে ও স্বীয় দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংগীত বিদ্যায় এক প্রকার বিলক্ষন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন ব্রাহ্ম ধর্ম্মে ইঁহার অচলা আস্থা, এবং ইহার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ। ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ইহা তাহারা একান্ত কামনা। কিন্তু অন্ধ এবং দরিদ্র এমন কি বাসস্থান বিহীন —ইঁহার দ্বারা কোন এক স্থানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার ও কীর্ত্তন করা ব্যতীত অপর কি অনুষ্ঠান হইতে পারে? ইঁহাকে এই ব্রতে স্থির প্রতিজ্ঞ জানিয়া পরম দয়ালু শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইঁহার যাবজ্জীবন ভরণ পোষণের ভার লইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার জন্মস্থান আনুলিয়া গ্রামে একটী ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ হইলে ইঁহার মনোরথ পুর্ন হয়। অতএব সহৃদয় মহোদয়গন যথাসাধ্য সাহায্যদানে ই নিরাশ্রয় ব্যক্তির মহাদাশা পুর্ন করেন ইহাই আমার নিতান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা॥

শ্রীলোকনাথ মৈত্র
বেনারস

কর্ম্মখালী।

যশোর জেলার অন্তর্গত, ছান্দড়া মিডল ক্লাস ইংলিশ স্কুলের নিমিত্ত এক জন হেড মাষ্টার আবশ্যক ॥ বেতন মাসিক ৩০ টাকা ॥ যিনি এল, এ, পাস করিয়াছেন কি অল্প নম্বরের জন্য ফেল হইয়াছেন ও শিক্ষকতা করিয়াছেন তাহারই আবেদন অপেক্ষাকৃত আদরণীয় ॥ ৩১ শে মের পূর্ব্বে আর আবেদন গ্রহণ করা যাইবে না। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকুট আবেদন করিতে হইবে॥

আনন্দ মোহন দেব রায়
সেক্রেটারী

ছান্দড়া ডাক ঘর॥

রাঙ্গুয়া মিডল ক্লাস ইংলিশ স্কূলের হেড মাষ্টারের পদ্য শুন্য॥ বেতন ৩২ ॥ রাঙ্গুয়া কন্টাইয়ের দক্ষিণ পশ্চিম এবং সমুদ্র তীরে স্থিত॥ হিজলী সারকলের ডেঃ ইনস্পেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে॥

বেহার সাহায্য কৃত ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শন্য। বেতন ৫০ । আবেদনকারীর উত্তম উর্দ্দু জানা চাই এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষাউত্তীর্ণ ছাত্র অপেক্ষা ইংরেজীতে বেশী ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। উত্তর পশ্চিম বিভাগের ইনেস্পেক্টর ফ্যালন সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে॥

A M ANUAL OF THE HISTROY OF ENGLAND.

Compiled from Collier's "British Empire", "Student's Hume", and Keightley's "History of England" with Notes and Appendices. Price 12 As.

To be had at Majumdar's Depository, No 11, College Square and the School Book Society's Depository.

বিদ্যাপতি ও চণ্ডী দাসের যেরূপ আয়তন হইবে মনে করিয়া আমরা স্বাক্ষরকারী দিগের প্রতি ১ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তদপেক্ষা পুস্তকের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হইবে দেখা যাইতেছে। অতএব আমরা এই নিয়ম করিতে বাধ্য হইতেছি যে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ৭ দিবস মধ্যে যদি টাকা দেন তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ১ টাকা মূল্যে পুস্তক পাইবেন। আর যাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ২ মাসের মধ্যে গ্রাহক হইবেন তাঁহাদিগকে ১৷০ ও বিনা স্বাক্ষরকারী দিগকে ২ টাকা দিতে হইবেক।

যশোহর — শ্রীজগবন্ধু ভদ্র
গবর্নমেন্ট স্কুল — শ্রীরাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ই বৈশাখ ১২৭৭ সাল

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন।

অমৃত বাজার } শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
নেটিব ডাক্তার

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৩৮ নং বাটি, পটটোলা, পটল ডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট বাসার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ টাকার বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল — যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল — কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল — কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার — কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল — বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়াপাঠান।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক অনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸০	১।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	⁄
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।